আখেরাত সিরিজ–৩

প্রতিদান দিবস পর্ব–২

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আখেরাত সিরিজ-১ এ আখেরাতের ৩২ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ৩২ টির প্রথমটি **يوم الدين** আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু। **يوم الدين** অর্থ বিচারের দিন/প্রতিদান/প্রতিফল দিবস।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সুরা আল ইনফিতার ৮২:৯ থেকে ১৯**

১. তুমি কিভাবে জানবে, প্রতিদান দিবস কি? আবার বলছি তুমি কিভাবে জানবে প্রতিদান দিবস কি? এটা সেই দিন, যে দিন কোনো ব্যক্তির অপর ব্যক্তির জন্য কিছু করার কোনো ক্ষমতা থাকবে না। সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব থাকবে একমাত্র আল্লাহর হাতে।

না, কখনও না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করিয়া থাক; (সুরা আল ইনফিতার ৮২:৯)

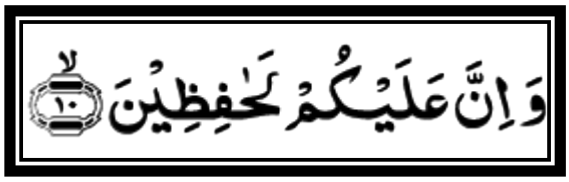

অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ; (সুরা আল ইনফিতার ৮২:১০)

সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ; (সুরা আল ইনফিতার ৮২:১১)

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٢

তাহারা জানে তোমরা যাহা কর। (সুরা আল ইনফিতার ৮২:১২)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ١٣

পুণ্যবানগন তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে; (সুরা আল ইনফিতার ৮২:১৩)

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ١٤

এবং পাপাচারীরা তো থাকিবে জাহান্নামে; (সুরা আল ইনফিতার ৮২:১৪)

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ١٥

উহারা কর্মফল দিবসে উহাতে প্রবেশ করিবে; (সুরা আল ইনফিতার ৮২:১৫)

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ١٦

এবং উহার উহা হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিবে না। (সুরা আল ইনফিতার ৮২:১৬)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ١٧

কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কি জান? (সুরা আল ইনফিতার ৮২:১৭)

আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কি জান? (সুরা আল ইনফিতার ৮২:১৮)

সেইদিন একে অপরের জন্য কিছু করিবার সামর্থ থাকিবে না; এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহর। (সুরা আল ইনফিতার ৮২:১৯)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:৭ থেকে ১৭</u>

২. এরা তারা, যারা (সীমালঙ্ঘনকারী পাপীরা) অস্বীকার করে বিচার ও প্রতিদান দিবসকে।

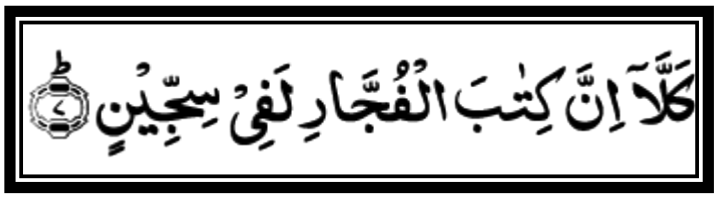

কখনও না, পাপাচারীদের 'আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে।' (সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:৭)

সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কি জানো? (সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:৮)

উহা চিহ্নিত আমলনামা। (সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:৯)

সেই দিন দুর্ভোগ হইবে অস্বীকারকারীদের, (সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:১০)

যাহারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে, (সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:১১)

কেবল প্রত্যেক পাপীষ্ঠ সীমালংঘনকারী ইহা অস্বীকার করে; (সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:১২)

উহার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, ইহা পূর্ববর্তীদের উপকথা।
(সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:১৩)

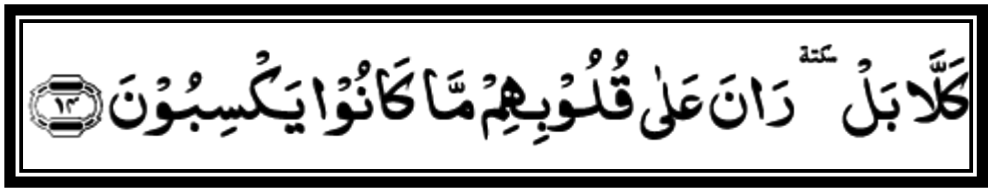

কখনও নয়, বরং উহাদের কৃতকর্মের উহাদের হৃদয়ে জং ধরিয়াছে। (সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:১৪)

না, অবশ্যই সেই দিন উহারা উহাদের প্রতিপালক হইতে অন্তর্হিত থাকিবে; (সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:১৫)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

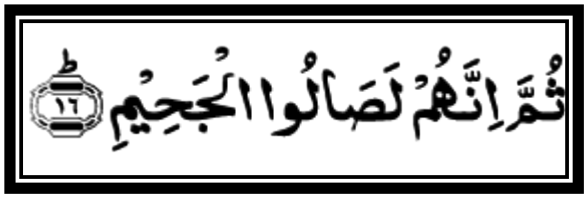

অতঃপর উহারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করিবে; (সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:১৬)

তৎপর বলা হইবে, ইহাই তাহা যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে। (সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:১৭)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আত ত্বীন ৯৫:১ থেকে ৮</u>

৩. এরপরও কিসে তোমাকে অস্বিকারকারী বানায় প্রতিদান সম্পর্কে?

শপথ তীন ও যায়তুন-এর, (সূরা আত ত্বীন ৯৫:১)

শপথ সিনাই পর্বতের, (সূরা আত ত্বীন ৯৫:২)

এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর, (সূরা আত ত্বীন ৯৫:৩)

আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, (সূরা আত ত্বীন ৯৫:৪)

অতঃপর আমি উহাকে হীনতাগ্রস্তদের হিনতমে পরিণত করি- (সূরা আত ত্বীন ৯৫:৫)

কিন্তু তাহাদেরকে নয় যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ; ইহাদের জন্য তো আছে নিরবছিন্ন পুরস্কার। (সূরা আত ত্বীন ৯৫:৬)

সুতরাং ইহার পর কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে? (সূরা আত ত্বীন ৯৫:৭)

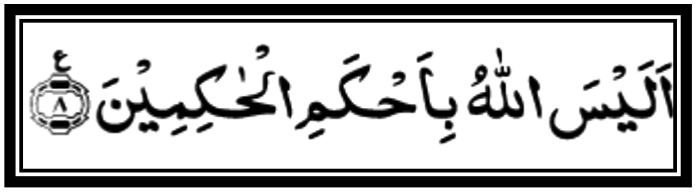

আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন? (সূরা আত ত্বীন ৯৫:৮)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল মাউন ১০৭:১ থেকে ৭</u>

৪. তুমি কি দেখেছো ওই ব্যক্তিকে যে (পরকালের) প্রতিদানকে করে অস্বীকার?

তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে? (সূরা আল মাউন ১০৭:১)

সে তো সেই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয়, (সূরা আল মাউন ১০৭:২)

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। (সূরা আল মাউন ১০৭:৩)

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾

সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, (সূরা আল মাউন ১০৭:৪)

الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

যাহারা তাহাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, (সূরা আল মাউন ১০৭:৫)

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾

যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে, (সূরা আল মাউন ১০৭:৫)

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে। (সূরা আল মাউন ১০৭:৭)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আস সাফফাত ৩৭:৫১ থেকে ৫৭</u>

৫. আমরা যখন মরে যাবো মাটি ও অস্থিমজ্জায় পরিণত হবো, তখন কি আমাদের প্রতিফল দেয়া হবে?

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾

তাহাদের কেহ বলিবে, আমরা কি এক সঙ্গী; (সূরা আস সাফফাত ৩৭:৫১)

সে বলে, তুমি কি ইহাতে বিশ্বাসী যে, (সূরা আস সাফফাত ৩৭:৫২)

আমরা যখন মরিয়া যাইবে এবং আমার মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইবে তখনও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হইবে? (সূরা আস সাফফাত ৩৭:৫৩)

আল্লাহ বলিবেন, তোমরা কি তাহাকে দেখিতে চাও? (সূরা আস সাফফাত ৩৭:৫৪)

অতঃপর সে ঝুঁকিয়া দেখিবে এবং উহাকে দেখিতে পাইবে জাহান্নামের মধস্থলে;
(সূরা আস সাফফাত ৩৭:৫৫)

বলিবে, আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধবংসই করিয়াছিলে, (সূরা আস সাফফাত ৩৭:৫৬)

আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকিলে আমিও তো হাজিরকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হইতাম।
(সূরা আস সাফফাত ৩৭:৫৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৮৩ থেকে ৮৭**

৬. তোমরা যদি পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবসকে মেনে না নেয়, তবে তোমরা তা (জীবন) ফিরাও না কেন তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে?

فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾

পরন্তু কেন নয়-প্রান যখন কন্ঠাগত হয়, (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৮৩)

وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾

এবং তখন তোমরা তাকাইয়া থাক, (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৮৪)

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তাহার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না। (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৮৫)

فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾

তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও! (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৮৬)

تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٨٧﴾

তবে তোমরা উহা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৮৭)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> **<u>সূরা সোয়াদ ৩৮:৭৮</u>**

৭. আর তার (ইবলিস শয়তান) প্রতি লা'নত (অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে) প্রতিদান দিবস পর্যন্ত।

এবং তোমার উপর আমার লা'নত স্থায়ী হইবে, কর্মফল দিবস পর্যন্ত। (সূরা সোয়াদ ৩৮:৭৮)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা বিচার দিবস/প্রতিদান/প্রতিফল দিবস অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। এটা আল্লাহর ওয়াদা এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। আমরা হয় জান্নাত অথবা জাহান্নামি হব। আল্লাহ আমাদেরকে বিচারের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/